সূরা কাহাফ

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহি রহমানির রহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু: **"সূরা কাহাফ খন্ড ১"**

সূরা আল কাহাফ ১১০ টি আয়াত রয়েছে। এই সূরাটি মক্কায় অবর্তীণ হয়। ইহুদিদের পরামর্শে মক্কায় মোশরেকরা রাসূল (স:) কে তিনটি প্রশ্ন করেছিলেন : (১) আসহাবে কাহাফের ঘটনাটা কি ? (২) মুসা ও খিজিরের ঘটনা বলুন। (৩) জুলকারনাইন সম্পর্কে আমাদেরকে অবহিত করুন।

ইহুদি ও মোশরেকদের ধারণা ছিলো রাসূল (স:) এর উত্তর দিতে পারবেন না। তখনি আল্লাহ তায়ালা এ সূরার মাধ্যমে এ প্রশ্নের উত্তর রসূলকে জানিয়ে দেন। মোট ৬০ টি আয়াতে এই তিনটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। বাকি ৫০ টি আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের আকিদা সংক্রান্ত বিষয়গুলো বর্ণনা করেছেন। সূরা কাহাফকে মোট ১০টি খন্ডে বিভক্ত করে বিষয়গুলো কোরআনের ধারাবাহিকতা অনুসারে বর্ণনা করা হবে ইনশাল্লাহ।

সূরা কাহাফের ১ম খন্ডের বিষয়বস্তু হচ্ছে:

"কোরআনে কোনো বক্রতা নেই এটি সঠিক ও সুদৃঢ় লোকেরা কোরআনের প্রতি ঈমান আনে না বলে রাসূলের মনে দারুণ কষ্ট। "

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:

১. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি তার দাসের উপর আল-কিতাব (কোরআন) নাজিল করেছেন, যাতে কোনো বক্রতা নেই।

সব প্রশংসা আল্লাহর যিনি নিজের বান্দার প্রতি এ কিতাব নাযিল করেছেন এবং তাতে কোন বক্রতা রাখেননি।

(সূরা কাহাফ ১৮:১)

২. তিনি এটিকে (কোরআনকে) করেছেন সুষম-সুপ্রতিষ্ঠিত।

একে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন যা আল্লাহর কঠিন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য এবং মুমিনগন যারা সৎকর্ম করে তাদেরকে সুসংবাদ দান করে যে, তাদের জন্যে উত্তম প্রতিদান রয়েছে। (সূরা কাহাফ ১৮:২)

৩. যেসব মুমিন আমলে সালেহ করে, তারা জান্নাতে থাকবে চিরদিন।

তারা তাতে চিরকাল অবস্থান করবে। (সূরা কাহাফ ১৮:৩)

৪. আর (এটি নাজিল করেছেন) তাদেরকে সতর্ক করার জন্য, যারা বলে আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন।

এবং তাদেরকে সতর্ক করার জন্য যারা বলে যে, আল্লাহর সন্তান গ্রহণ করেছেন। (সূরা কাহাফ ১৮:৪)

৫. তাদের কথা মিথ্যা ছাড়া আর কিছু নয়।

مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ وَّ لَا لِاٰبَآىِٕهِمْ ؕ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ
اَفْوَاهِهِمْ ؕ اِنْ يَّقُوْلُوْنَ اِلَّا كَذِبًا ۝٥

এ সম্পর্কে তাদের কোন জ্ঞান নেই এবং তাদের পিতৃপুরুষদেরও ছিল না। কত কঠিন তাদের মুখের কথা। তারা যা বলে তা তো সবই মিথ্যা। (সূরা কাহাফ ১৮:৫)

৬. তারা এ বাণীর প্রতি ঈমান না আনলে, সম্ভবত তাদের পেছনে ঘুরে ঘুরে দুঃখ-শোকে নিজেকে বিনাশ করে ছাড়বে।

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ اِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوْا بِهٰذَا الْحَدِيْثِ
اَسَفًا ۝٦

যদি তারা এই বাণীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করে, সম্ভবত তাদের পেছনে ঘুরিয়া তুমি তুমি দুঃখে আত্মবিনাশী হইয়া পড়িবে। (সূরা কাহাফ ১৮:৬)

৭. পৃথিবীকে আমরা শোভা বানিয়ে দিয়েছি, মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য।

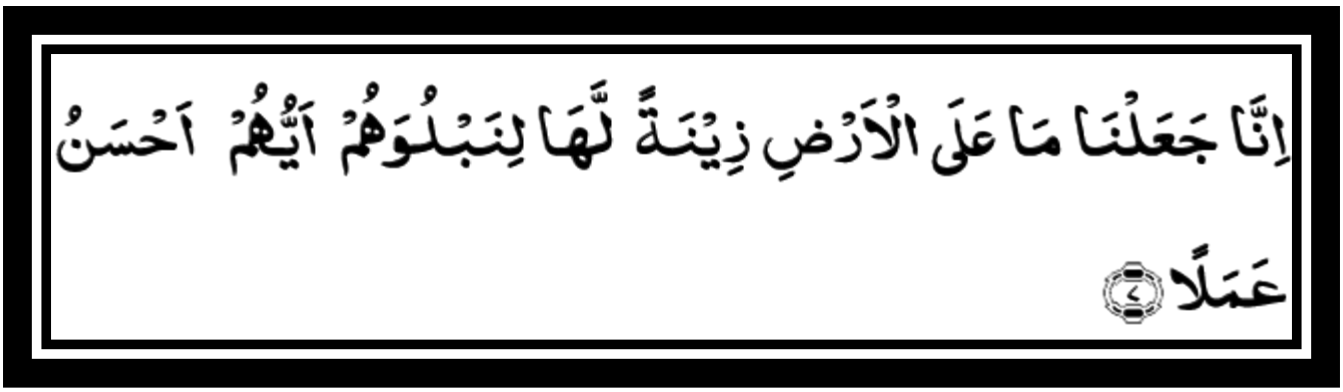
اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْاَرْضِ زِيْنَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ
عَمَلًا ۝٧

আমি পৃথিবীস্থ সব কিছুকে পৃথিবীর জন্যে শোভা করেছি, মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য যে, তাদের মধ্যে কে ভাল কাজ করে। (সূরা কাহাফ ১৮:৭)

৮ (কেয়ামতে) পৃথিবীকে আমরা উদ্ভিদবিহীন মাঠে পরিণত করবো।

এবং পৃথিবীর উপর যা কিছু রয়েছে, অবশ্যই তা আমি উদ্ভিদশূন্য মাটিতে পরিণত করে দেব। (সূরা কাহাফ ১৮:৮)

সুতরাং প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আসুন আমরা তোহীদ, রেসালাত ও আখেরাতের উপর বিশ্বাস স্থাপন করি, কোরআন ও হাদিস মোতাবেক নিজের জীবনকে পরিচালিত করি এবং সমাজটাকে কোরআন ও হাদীসের আলোকে বিনির্মান করার প্রচেষ্টা করি। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

আমীন।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

Click here http://www.morningbrightness.fi/